প্রথম আলো

JUL 30 2006

পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

# পিয়ন প্রধান শিক্ষক অধ্যক্ষ—সবার বাড়ি ভাড়া ১০০ টাকা

জস্ব প্রতিবেদক

ান থেকে প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষ সবার
ি ভাড়া সমান। মাত্র ১০০ টাকা। ২৩ বছর
া দেশের বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়,
বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা
ষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা একই হারে এই
ি ভাড়া পাচ্ছেন।

দশ শতাংশ বেতন বৃদ্ধির মূল দাবিতে
ন্দোলন করলেও ধর্মঘটী শিক্ষকদের মুখে
া এই ক্ষোভ ও বঞ্চনার কথা।

দেশের প্রায় সোয়া পাঁচ লাখ বেসরকারি
ক-কর্মচারী বাড়ি ভাড়া হিসেবে যে সামান্য
া পাচ্ছেন তা দিয়ে গ্রাম বা শহরের বস্তিতেও
া যায় না। সরকারের পক্ষ থেকে অবশ্য বলা
ে বাড়ি ভাড়ার পরিমাণ নিঃসন্দেহে কম। কিন্তু
া পাঁচ লাখ শিক্ষক-কর্মচারীকে ৫০০ টাকা
বাড়ি ভাড়া দিলেও তাতে শিক্ষা বাজেটের
া ২৬ কোটি ২৫ লাখ টাকার চাপ পড়বে।

জানা যায়, ১৯৮১ সালে বেসরকারি
কদের প্রথম জাতীয় বেতন স্কেলভুক্ত করা
তখন শিক্ষকরা মূল বেতনের ৫০ শতাংশ
ারের কাছ থেকে পেতেন। এরপর ১৯৮৪
া মান্থলি পেমেন্ট অর্ডারভুক্ত (এমপিও)
কদের ১০০ টাকা বাড়ি ভাড়া দেওয়ার
ত হয়। তখন থেকে আজ পর্যন্ত তারা ভাড়া
বে এই টাকা পেয়ে আসছেন। পরবর্তী
া বিভিন্ন সময় আন্দোলনের মুখে শিক্ষক-
রীদের মূল বেতন ৯০ শতাংশই দিচ্ছে
সরকার। কিন্তু ১৯৮৪ সালে চালু হওয়া ১০০ টাকা বাড়ি ভাড়া আজও অপরিবর্তিত আছে।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র বলেন, বেসরকারি শিক্ষকদের প্রতীকী (টোকেন) হিসেবে ১০০ টাকা বাড়ি ভাড়া দেওয়া হয়। তিনি বলেন, বেতন স্কেল অনুযায়ী বেসরকারি শিক্ষকদের বাড়ি ভাড়া দেওয়া হলে সরকারি ও বেসরকারি বলে কোনো ব্যবধান থাকে না।

জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ বলেন, বাড়ি ভাড়ার নামে শিক্ষকরা এই ভিক্ষা নিতে চান না। সম্মানজনকভাবে না দিলে এটা ফিরিয়ে নেওয়া উচিত।

শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের সিনিয়র সহ-সভাপতি অধ্যক্ষ মাজহারুল হান্নান বলেন, ১০০ টাকায় ভাড়া বাড়িতে থাকা দূরে থাক, কবরের জায়গাও হয় না। সরকার অসামর্থ্য হলে এই টাকা ফিরিয়ে নেওয়া উচিত।

শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের প্রধান সমন্বয়কারী মো. সেলিম ভূইয়া বলেন, বাড়ি ভাড়ার প্রসঙ্গ কেউ তুললে আমরা লজ্জা পাই। ১০০ টাকা না দিলেই বরং ভালো হতো, বলতে পারতাম বাড়ি ভাড়া পাই না।

যৌক্তিক বাড়ি ভাড়া দেওয়ার দাবিতে অধ্যক্ষ এম শরীফুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের উদ্যোগে গত বৃহস্পতিবার রাজধানীর মুক্তাঙ্গনে ব্যতিক্রমধর্মী কর্মসূচি পালিত হয়। শিক্ষক-কর্মচারীদের স্লোগান ছিল—'নাই বাসস্থান, তাই রাজপথে অবস্থান'।